संस्कृतबार्ता

२०२३

भाग १, संख्या १

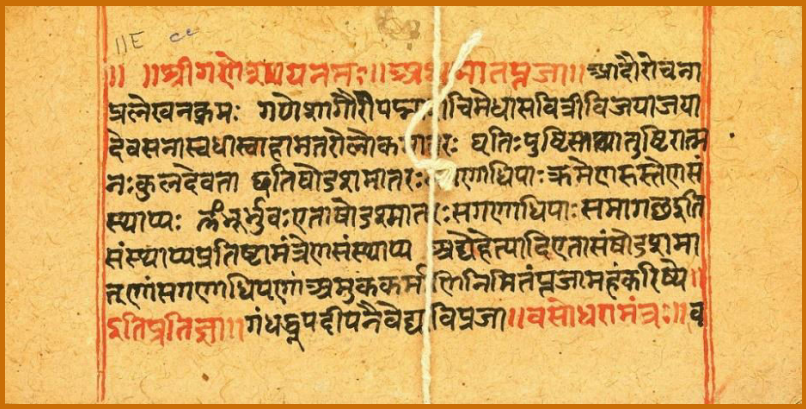

News & Review 2023

Department of Sanskrit
Durgapur Government College
Government of West Bengal

Letter from the Head of the Department

विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिः तत्परता क्रिया।
यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते॥

—चरकसंहिता

According to Acharya Charaka, six primary qualities are necessary for proper obtainment of knowledge. They are Cognition, Argument, Science, Memory, Alacrity and Activity. Somehow this particular ancient thought has influenced our current educational policy and procedure in a broader way. So, it is clearly inferred that only basic classroom-oriented teaching procedure is not sufficient in our present academic system. If we try to analyse the sloka from Charakasamhita quoted above we will find that after collecting information from various sources, students need to acquire some more skill to comprehend as well as to apply particular cognition in practical life. For that reason, as sense of argument to build a proper logical structure is required; similarly, use of science or memory is needed. For the application of knowledge, alacrity and activity these two attributes are important. Hence to form a proper academic

environment in our department, we have adopted some activities in regular basis in our curriculum. A detailed report of those activities is hereby presented in our departmental newsletter namely संस्कृतबार्ता.

We are delighted to announce that henceforth it will be published on a regular basis.

From the behalf of our department, I like to congratulate as well as to convey my heartful wishes to all.

Best Wishes.

Dr. Debamitra Dey
Associate Professor & H.O.D

In this Issue

Sl.	Topic	Page
1.	**Present Faculty Members**	**4**
2.	**Departmental Highlights**	**5 – 8**
	Quiz Competition	6
	Wall Magazine Publication	7
	Student's Seminar	8
3.	**Students Achievements and Recognition**	**9**
4.	**Faculty Highlights**	10
5.	**Articles**	**11 - 19**
	উপনিষদের আলোকে স্ত্রী-শিক্ষা	11 – 14
	ঋগ্বেদের সংজ্ঞান সূক্তঃ	15 – 17
	শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও তার প্রাসঙ্গিকতা	18 – 19

Present Faculty Members

Dr. Debamitra Dey

Associate Professor & Head

Sudeshna Dey

Assistant Professor

Dr. Sudipta Bhakat

Assistant Professor

Kakali Ghosh

State Aided College Teacher

Gopa Mukherjee

State Aided College Teacher

Departmental Highlights

In this academic year (2021-2022), a meeting was organized at the beginning of this session to discuss the curriculum of the syllabus of the University and to evaluate the achievements and failures of the past year. At that meeting fresh modalities were chalked out for the upcoming academic year especially how to teach our students through online method among this pandemic situation. The prescribed curriculum was taught by the departmental teachers with proper teaching strategies, learning materials and continuous assessments. The department followed the guidelines ruled out by the University in an accurate way. The department followed a specific time table for effective implementation of the curriculum. Our departmental faculty members met several times through Google meet platform every month to evaluate the progress and to discuss about the appropriate means for overcoming the hurdles. A special lecture is already organized by our department through online platform in this year which is an integral part of the curriculum. The faculty members are more or less satisfied by adopting all these means to assist our learners to perform in a better way.

19th December 2022

Quiz Competition

The department has organized a quiz competition related to *Bhagabatgita* & History of Sanskrit Literature. It was conducted by Smt. Kakali Ghosh & Dr. Debamitra Dey and participated by Students of third Semester Sanskrit Honours. After two rounds winner was selected among four teams consisting of two students each. Students of fifth and first semester attended this competition with enthusiasm.

20th December 2022

Wall Magazine Publication

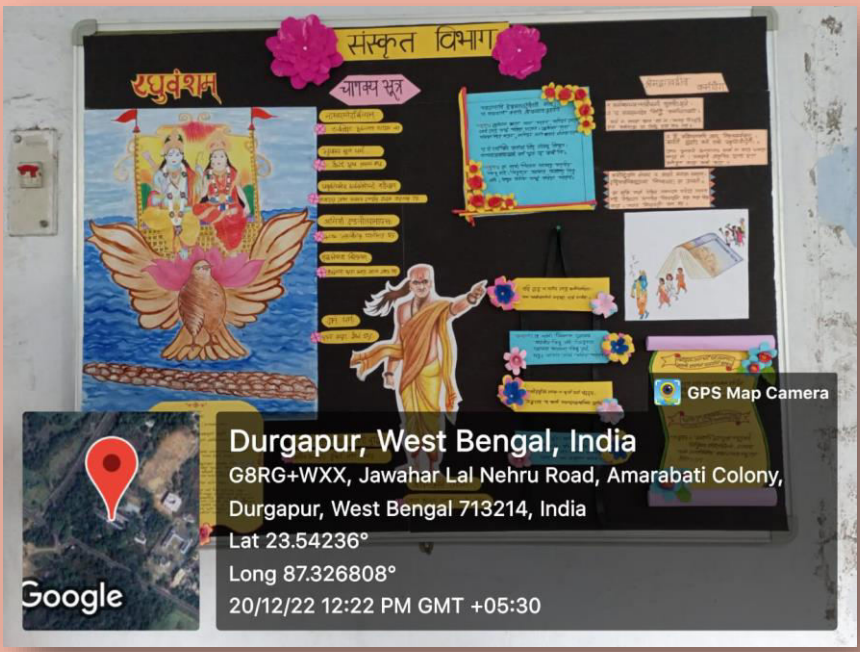

A Departmental wall magazine was published on 20th December, 2022. The students of odd semester created this. The topic of the magazine was 'कर्मयोग, चाणक्यनीति एवं रघुवंशम'.

Student's Seminar

The department has decided to conduct departmental students' seminar namely **पाठचक्र** once in a moth on a regular basis.

Two students from 3rd Semester Honours, one student from 5th Semester Honours and one student from 1st semester programme have presented their papers in पाठचक्र १.

Students Achievements and Recognition

IBKO
KARATE
INTERNATIONAL BUDO KARATE ORGANIZATION (INDIA)
International Karate Organization KyokushinKaiKan Sakamoto Group
BRANCH OF WORLD KARATE DO HQ'S (JAPAN)
Certificate
This is to certify that GOURAV DAS
International Budo Karate Organization Kyokushin Kai Kan Sakamoto India recognises your efforts towards improving physically mentally & spiritually through your daily training. we hereby certify that you have successfully participated & completed the All Bengal Summer Training camp held at Digha-West Bengal from 2nd June to 5th June 2022
ABHIJEET NAIYA
RAVI CARVALHO
Country Representative of In

Our student Gourab Das has received various awards for achieving great success in different fields from ISCON temple Durgapur, IBKO etc.

Faculty Highlights

Seminar Talk

রবীন্দ্রচিন্তনে আত্মতত্ত্ব

Sudeshna Dey, one of our esteemed faculty members has presented the paper mentioned above on 6th May, 2022 in a National Seminar organized by Mankar College.

Refresher Course

POST-COLONIAL THOUGHT AND INDIAN LITERATURE

HRDC, UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Dr. Sudipta Bhakat, one of our esteemed faculty members has participated in the Refresher Course in Post-Colonial Thought and Indian Literature from January 07, 2022 to January 21, 2022 and obtained Grade A+.

Article 1

উপনিষদের আলোকে স্ত্রী-শিক্ষা

সুদেষ্ণা দে

উপনিষদে শিক্ষা বলতে একটি বেদাঙ্গকে বোঝানো হয়েছে, এটি হল মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান। শিক্ষার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে। শিক্ষা এবং শীক্ষা অভিন্ন, ছান্দস বলে দীর্ঘ। এখানে শিক্ষা বা 'শীক্ষা' বলতে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা যায়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা। এখন প্রশ্ন শিক্ষণীয় বিষয় কি ছিল? তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটি তালিকা আছে[1]। সেখানে বলা হয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় হল- বর্ণ (অকারাদি বর্ণ), স্বর (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত), মাত্রা (একমাত্রা, দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা এবং অর্ধমাত্রা), বল (শব্দোচ্চারণে প্রযত্ন), সাম (সমরূপে উচ্চারণ) এবং সন্তান (সংহিতা অথবা নিয়মিত-ক্রমবদ্ধ পদ বা বাক্য)।

প্রত্যেক বেদের নিজস্ব শিক্ষাগ্রন্থ আছে। যেমন— ঋগ্বেদের পাণিনীয়শিক্ষা, সামবেদের নারদশিক্ষা, কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাসশিক্ষা, শুক্লযজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা এবং অথর্ববেদের মাণ্ডূক্যশিক্ষা। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও (৭/১/২) পাঠ্যবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিষয়গুলি হল- চার বেদ, ইতিহাস-পুরাণ (বেদানাং বেদম্), পিতৃলোকের সন্তুষ্টি সাধনে করণীয় নিয়মাবলী, অংক বা রাশিশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা, তত্ত্ব আলোচনা, দেববিদ্যা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, রাজনীতি ও শাসন-প্রণালী (ক্ষত্রবিদ্যা), জ্যোতির্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা।

[1] তৈ.উ. ১/২/১

বৈদিক এবং বৈদিকোত্তরযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন ঊর্ধ্বশ্রেণীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। উপনয়নের পরেই ছাত্রকে গুরুগৃহে গমন করতে হত। উপনয়নের মাধ্যমে শিষ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করত এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করত। যাদের উপনয়ন হত না তাদের পতিতসাবিত্রীক বলা হত। এদের বেদপাঠে অধিকার থাকত না, সমাজ তার সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ করত। সমগ্র শতপথব্রাহ্মণে উপনয়ন হবার পর ছাত্র কিরূপে আচার্যের তপোবনে গমন করত এবং আচার্যের প্রথম করণীয় কর্তব্য কি ছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। ছাত্ররা গুরুগৃহে বারোবছর ধরে শিক্ষালাভ করত। তৎকালীন সমাজে শিক্ষাদান প্রথা ছিল বিনামূল্যে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত সামান্য কিছু চিত্র আমরা বৈদিকসাহিত্য থেকে পেয়ে থাকি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণের নারীর বেদাধ্যয়নের পূর্ণ অধিকার ছিল। তারাও গুরুগৃহে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভের সমান অধিকারী ছিল। অথর্বেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের শেষে স্ত্রীরা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে স্ত্রীরাও ব্রহ্মচর্যপালনে সমান অধিকারী। স্মৃতিশাস্ত্রকার হারীত তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

“পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা”[2]॥

অর্থাৎ প্রাচীনকালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা নারীদের অভিষিক্ত করা হত। তাঁরা বেদপাঠ করতেন এবং সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বৃহদ্দেবতায় কাক্ষীবতী ঘোষা, অপালা, শ্রদ্ধাকামায়নী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্টা রমণীগণকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হয়েছে। উপনিষদেও আমরা এরূপ বিদুষী জ্ঞানপিপাসু (ব্রহ্মজ্ঞান) নারীদের নাম দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের যে চারটি চরিত্র উপনিষদটিকে আলোকিত করেছে তাদের মধ্যে দুটি নারী চরিত্র। এঁরা হলেন- গার্গী এবং মৈত্রেয়ী। বচকনুর কন্যা গার্গী ছিলেন জ্ঞানী, বিদুষী দার্শনিক, উপনিষদযুগের প্রথিতযশা বিদুষী রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। একবার বিদেহসম্রাট জনকের বহুদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হয়েছেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক হচ্ছে। তর্কে যখন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্যান্য ঋষিরা

[2] বেদের পরিচয়, পৃষ্ঠা. ১৯৭

পরাজিত হলেন তখন গার্গী তাঁকে প্রশ্ন করলেন। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বিরত করার জন্য বললেন-“ গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ” অর্থাৎ হে গার্গী, অতিপ্রশ্ন করবেন না। “তে মূর্ধা মা ব্যাপপ্তত; অনতিপ্রশ্নাম বৈ দেবতাম অতিপৃচ্ছসি”। অর্থাৎ আপনার মস্তক যেন বিপতিত না হয়; যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হতে পারে না, আপনি তাঁরই সম্বন্ধে অতিপ্রশ্ন করছেন”। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গী আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছেন- “ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি”। “শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, অনুমতি হলে আমি এঁকে দুটি প্রশ্ন করব”।প্রশ্নের মাধ্যমে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের কাছ থেকে অক্ষর বা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছেন। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে প্রশ্ন থেকে বিরত করার জন্য তাঁকে মস্তকপতনের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু গার্গী ভয় পাননি। তিনি এতটাই জ্ঞানপিপাসু ছিলেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি বিনয়বশতঃ প্রশ্ন থেকে বিরত থাকলেও অষ্টম ব্রাহ্মণে আবার তাঁকে প্রশ্ন করেছেন এবং প্রশ্নোত্থাপনের পূর্বে ব্রাহ্মণদের অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন। এখানেই গার্গীর মহত্ত্ব। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্ন গার্গীর আত্ম-অহংকার প্রকাশ করেনা বরং তার জ্ঞানপিপাসা প্রকাশ করে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে মৈত্রেয়ী নামক অপর এক ব্রহ্মবাদিনীর (আধ্যাত্মিকভাবাপন্না) কথা জানতে পারি। ইনি মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা স্ত্রী ছিলেন। তাঁর অপর পত্নী হলেন কাত্যায়নী। কাত্যায়নী ছিলেন সাংসারিকবুদ্ধিসম্পন্না। একসময় প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক যাজ্ঞবল্ক্য দুই স্ত্রীর মধ্যে পার্থিব দ্রব্যাদি ভাগ করে দিতে ইচ্ছুক হলে মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন “যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো নেতি”।(৪/৫/৩) অর্থাৎ যদি সম্পদে পরিপূর্ণা এই সমগ্রা পৃথিবী আমার হয় তবে তার দ্বারা আমি অমর হব কি হব না?” যাজ্ঞবল্ক্য বললেন- “ন ইতি। যথা এব উপকরণবতাং জীবিতং তথা এব তে জীবিতং স্যাত, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি”॥(৪/৫/৩) অর্থাৎ “ না, সম্পদশালী ব্যক্তির জীবন যেমন (ভোগলিপ্ত), তেমন তোমার জীবনও হবে। বিত্তের দ্বারা অমরত্বলাভের আশা নেই”। এই শুনে মৈত্রেয়ী বললেন “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম, যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহীতি” (৪/৫/৩)- “যার দ্বারা আমি অমরত্ব

পাব না তা দিয়ে আমি কি করব? আপনি যা অমরত্বের সাধন বলে অবগত আছেন কেবল তাই আমাকে বলুন”॥ মৈত্রেয়ীর এই উক্তি অবিস্মরণীয়।ধর্ম, অর্থ, কাম কোনোটাই তিনি চাইলেন না। চাইলেন অন্তিম বর্গ মোক্ষকে। তার যে এই সর্বত্যাগ এর দ্বারাই তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। যেহেতু আত্মাকে জানলে সবকিছু জানা হয়ে যায় তাই অমৃতত্বের জন্য আত্মজ্ঞান প্রার্থনাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পক্ষে শোভন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর অসাধারণ জিজ্ঞাসু মনের স্পষ্ট পরিচয় পেয়ে তিনি সাদরে তাকে আহ্বান জানিয়ে ব্রহ্মতত্বের উপদেশ দিতে মনোনিবেশ করলেন।

উপনিষদের ঋষি বিদ্যাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন[3]—একটি অপরা বিদ্যা, যার দ্বারা বেদ, বেদাঙ্গ, কে বোঝানো হয়েছে। অপরটি হল পরা বিদ্যা, যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়। কেবল শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা এই বিদ্যা লাভ করা যায় না তাই এটি পরা বিদ্যা। গুরুর কাছে বসে শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা এই বিদ্যা লাভ করা সম্ভব হতো। গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই পরা বিদ্যার মাধ্যমে শিষ্য সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে উল্লিখিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশগুলি দিয়েছেন তা চিরকালই প্রাসঙ্গিক (১/১১/১-৪), সেখানে বলা হয়েছে সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। এই উপদেশ আমাদের শ্রদ্ধাযুক্ত, নম্রযুক্ত, মিত্র-ব্যবহারযুক্ত, অক্রূরমতি, বিচারক্ষম, কর্মনিষ্ঠ হতে শেখায়। উপনিষদ জ্ঞানলাভের জন্য যে কথাটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হল ‘অধিকারী’। যে বিষয়ে শিষ্য জ্ঞানলাভ করবে সেই বিষয়ের প্রতি তাকে চরম অভিলাষী হতে হবে আর সেই সঙ্গে তাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হতে হবে। মৈত্রেয়ী আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে তিনি সমস্ত পার্থিব বস্তুকে অস্বীকার করলেন। এইরূপ বিদ্যাভিলাষী হওয়া প্রয়োজন। তবেই যথার্থ জ্ঞানার্জন সম্ভব।

[3] মুণ্ডকোপনিষদ, ১/১/৫

Article
2

ঋগ্বেদের সংজ্ঞান সূক্তঃ

সুদীপ্তা ভক্ত

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সর্বশেষ এই সূক্তের ঋষি হলেন সংবলন। ঋষি সংবলন রচিত এই মন্ত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে একতার বাণী। সংজ্ঞান সূক্তটি ধর্মনিরেপেক্ষ সূক্ত এতে ধর্মতত্ত্ব নেই আছে সংহিতার প্রার্থনা। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ঋষি অগ্নিস্তুতি করেছেন—

"সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর॥"

অর্থাৎ *হে অগ্নি, তুমি প্রভু, হে অভিলাষিত ফলদাতা। তুমি তাবৎ প্রাণীর সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত আছ।তুমি যজ্ঞ বেদিতে জ্বলিতেছ। আমাদের ধন দান কর।*

এর পরবর্তী মন্ত্র গুলিতে ঋষি কণ্ঠে এক পরম মিলিনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, সকল মানুষকে একসাথে পথ চলার আহ্বান করেছেন।সুতরাং এই সূক্তে সংহতি চিন্তার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি যেন ঋষির সংহতি, ঐক্যবদ্ধতা, ঐক্যমতের মাধ্যমে সুস্থ সামাজিক জীবনকে পরিচালিত করার নির্দেশ পাওয়া যায়—

"সং গচ্ছাধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥"

এক সঙ্গে চল, একসঙ্গে বল। তোমাদের মন পরস্পরকে জানুক। পূর্বকালে দেবগণ যেমন সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতেন তেমনি তোম্রাও মিলিতভাবে সকল সম্পদ ভোগ কর।

সাম্যবাদের মূলমন্ত্র নিহিত আছে ঋগ্বেদের অন্তিম সূক্ত এই সংজ্ঞান সূক্তে। সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত দেবতা। সংবলন ঋষির বাস্তব অভিজ্ঞতা ,উপলব্ধি এবং ভাবের গভীরতা তাল ও ছন্দের লালিত্যের মাধ্যমে এই মন্ত্রগুলিতে মহামিলনের বার্তা বহন করে। একতার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ঐক্যসংহতি এবং সহমর্মিতা দ্রুত প্রসার লাভ করে।মিলন শুধু বাহিরের নয়, ভিতরের হ'ক। অভিন্ন অগ্নিশিখায় বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞাহুতি নিবেদিত হয়, দেবগণ নিজ নিজ ভাগ সেই আহয়ি হতে গ্রহণ করে। যজ্ঞভাগ নিয়ে দেবতারা, বিবাদ করেন না, মতবরোধী হন না। ঋষিদের বক্তব্য এই দৃষ্টান্ত আমাদের অনুবর্ত্তন করা একান্ত কর্তব্য—

"সমানো মন্ত্রঃ সমতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্র্যে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥"

অভিন্ন মন্ত্র, অভিন্ন সংঘ, অভিন্ন চিত্ত এদের হ'ক। অভিন্ন মন্ত্রে তোমরা জপ কর এবং সমবেতভাবে তোমরা পানাহার কর। তোমাদের এই সমবেত উদ্যোগ আমি অভিনন্দিত করি।

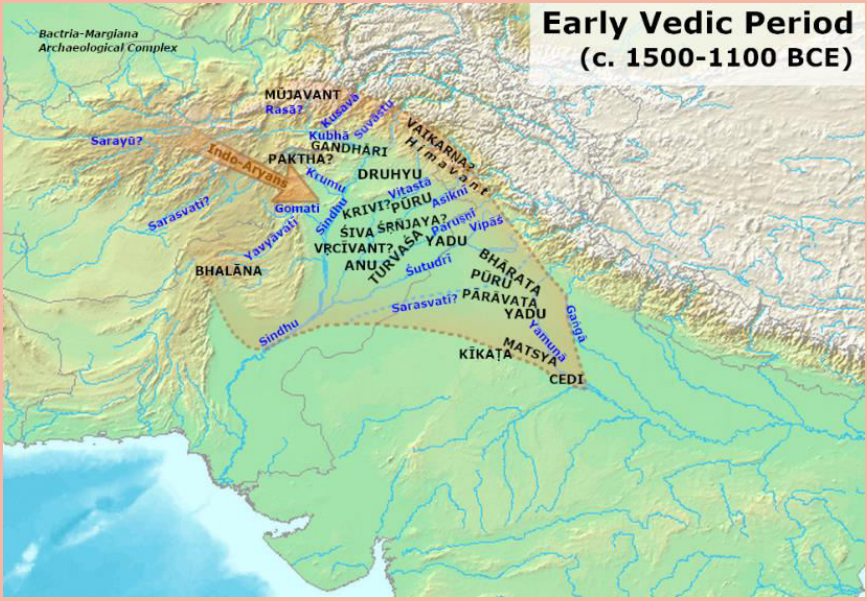

এই সূক্তটি সমবেত উদ্যোগ ও সাধনার মহামন্ত্র। অভিন্ন সাধনা অচিরে অভিন্ন সংঘ গড়তে সাহায্য করে, এবং তাঁর ফলে সংঘ শক্তি দূর্বার হয়। এই বৈদিক মন্ত্রের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধরা সমমন্ত্রে সাধনা করে বিপুল সংঘ শক্তির অধিকারী হন— "সংঘং শরণং গচ্ছামি"।

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

তোমাদের আশা-আকাঙ্খা অভিন্ন হোক, তোমাদের মন অভিন্ন হ'ক, তোমরা একসংঙ্গে ভালভাবে থাক অর্থাৎ তোমাদের সংকল্প এক হোক তোমাদের হৃদয় গুলি অর্থাৎ অধ্যাবসায় এক প্রকার হোক, সকলের মন ও হৃদয় সমান হয়ে উঠে সকলের অন্তরের অভিলাষ এক হোক এবং সুন্দর ঐক্য যেন প্রতিষ্ঠত হয়।

প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে বৈদিক ঋষির নিবেদন আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণ একমত হই। সংঘশক্তির জন্য বারবার আভ্যন্তর মিলনের উপর জোর দিয়েছেন। অহম্‌বোধ, অহংকার, বুদ্ধি-বিচার ধারণা, ইচ্ছাশক্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে 'চিত্ত'।আর 'মন' চিত্তের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী অংশ। 'হৃদয়' হল প্রাণ ও মনের ভাবাবেগের ক্ষেত্র। আর আকূতি হল আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, প্রার্থনা ইত্যাদি। ঋষি সমজাতীয় এই চারটি শব্দ একত্র প্রয়োগ করে আমাদের অন্তরলোকের সকল ক্ষেত্র ও তরঙ্গকেই সমন্বিত করতে চেয়েছেন।

এই সূক্তের প্রতিটি মন্ত্রে আছে মানব জাতির ঐক্য চিন্তা মানবিক সংহতি এবং শান্তির বাণী।একসঙ্গে ভালভাবে থাকা অর্থাৎ সহাবস্থানের মহামন্ত্র। এছাড়াও একে অন্যের মধ্যে প্রকাশ এবং বিশ্বকে নিজের মধ্যে অনুভব করা অর্থাৎ প্রেমের দ্বারা বেঁধে রাখার মহান মন্ত্র।এই সূক্তটি, মানব সভ্যতার প্রাচীন সাহিত্যের অন্তিম বাণী হিসেবে যখন আমরা এই মহামন্ত্রটি পাই তখন এটি আমাদের সংঘ গোষ্ঠী জাতীয় জীবনকে আরও বেশী করে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিতকরে তোলে।

Article 3

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

কাকলি ঘোষ

‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’ হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীত বা বাণী। আঠারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ‘শ্রীমদ্ভগবদগীতা’ ভারতীয়দের কাছে এক মূল্যবান পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হল ‘কর্মযোগঃ’। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মকেই মানুষের মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে নিষ্কাম কর্মযোগ হল পরহিতে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা ও কর্ম বর্জন না করে কর্মফলে অসক্তি বর্জন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন সহ সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে— যার যা কর্ম তা তার নিজের কর্ম নয়; তা হল ভগবানেরই কর্ম; সে শুধু ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে কর্ম-সম্পাদন করছে। তাই প্রত্যেকের উচিত অনাসক্তভাবে অর্থাৎ অহংভাব ত্যাগ করে, লোভ-লালসা, হিংসা, কামনা-বাসনা দূরে সরিয়ে রেখে কর্ম করে যাওয়া। অর্জুনকে দেওয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। একবিংশ শতকে, এই আধুনিক যুগেও তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষণীয়।

আজ বেশিরভাগ মানুষই স্বার্থান্বেষী, নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে মানবসম্পদকে একেবারে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে। অহংকারে উন্মত্ত হয়ে লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে নিজেরা অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নানান অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ায় স্বধর্ম পালন করতে পারছে না। সমগ্র মানবজাতি আজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই ভয়ংকর কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্মযোগকেই আশ্রয় করতে হবে। অর্থাৎ নিজ-নিজ কর্মের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে সততার

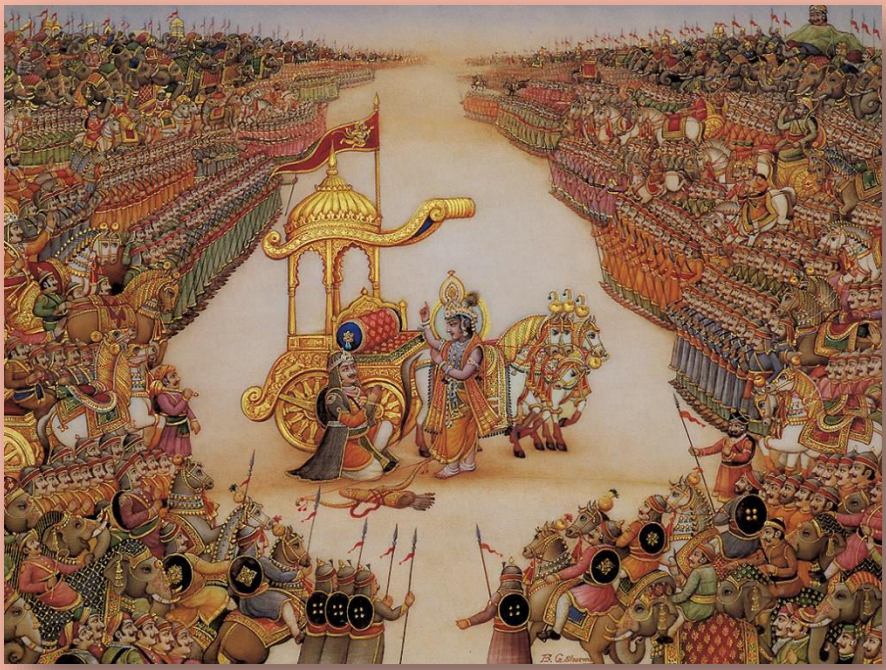

সঙ্গে সংযমী হয়ে কর্মসাধন করতে পারলেই এই সাংঘাতিক পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারব এবং এই ভীষণ অস্থিরতা থেকে নিজেদের মুক্তির উপায় খুঁজে বের করতে পারব। এইভাবে সমাজকে রক্ষা করে পরমকল্যাণময় ঈশ্বরের চরণে নিজেদেরকে সমর্পণ করে চিত্তশুদ্ধি করতে সক্ষম হব।

संस्कृतबार्ता २०२३ भाग १, संख्या १

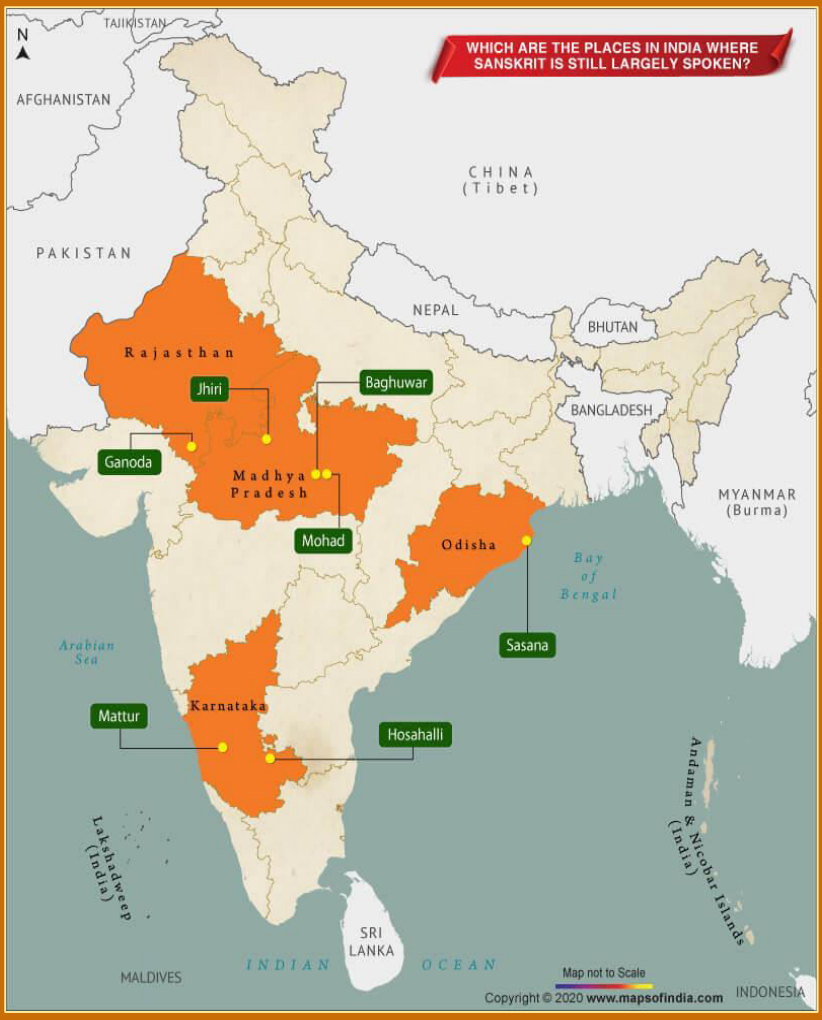

Sanskritbārtā 2023, Volume 1, Issue 1
The News & Review Letter of Department of Sanskrit,
Durgapur Government College, Government of West Bengal
Date of Publication: January, 2023